নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় পক্ষের কৃষি

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা। আসুন আমরা জেনে নেই নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় পক্ষের কৃষিতে করণীয় কাজগুলো সম্পর্কে।

আমন ধানঃ ঘূর্ণিঝর বুলবুল-এ আক্রান্ত আমন ধানের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত করতে হবে। পরিপক্ক ও হেলে পড়া ধান সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে অপরিপক্ক ও হেলে পড়া ধানের পাঁচ/ছয়টি গোছা একসাথে বেধেঁ দিন। ক্ষতিগ্রস্থ ধানের জমিতে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করে প্রয়োজনে পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন।উফশী আমন ধান শতকরা ৮০ ভাগ পেকে গেলে রোদেলা দিন দেখে ধান কেটে ফেলতে হবে। আগাম জাতের ধান ক্ষেতে পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আবাদকৃত উফশী ধান ক্ষেত থেকে পাখি নিয়ন্ত্রনের জন্য সমকালীন চাষাবাদ করতে হবে। রোপা আমন কাটার আগে রিলে ফসল হিসেবে খেসারি আবাদ করা যায়। আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে প্রথমেই সুস্থ সবল ভাল ফলন দেখে পরিপক্ক ফসল নির্বাচন করতে হবে।এর পর কেটে মাড়াই ঝাড়াই করার পর রোদে ভালোমত শুকাতে হবে। শুকানো ধান ঝেড়ে পরিস্কার করে ছায়ায় ঠান্ডা করে বায়ুরোধী পাত্রে ধান বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

বোরা ধানঃ এ সময় বোরো ধানের বীজতলা তৈরীর উপযুক্ত সময়। রোদ পরে এমন উর্বর ও সেচ সুবিধাযুক্ত জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। বীজতলা চাষের আগে সম্ভব হলে জৈবসার ও ছাই দিয়ে ভালোভাবে জমি তৈরী করে নিতে হবে। আদর্শ বীজতলা সমান করে বেডে বীজ বপন করতে হবে। বীজতলার চওড়া হবে ১-১.২৫ মিটার। দুই বীজতলার মাঝে ০.৫ মিটার নালা রাখতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে ৮০-১০০ গ্রাম হারে বীজ বোনতে হবে। বীজ রোদে শুকিয়ে ও ভালভাবে ঝেড়ে পরিস্কার করে নিতে হবে। এরপর ১২-২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে জাঁক দিতে হবে। যেসব জাতের জীবন কাল ১৫০ দিনের বেশী যেমন- বিআার৩, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৫৮ এর বীজ বপন এখনই করতে হবে। আর যেসব জাতের জীবনকাল ১৫০ দিনের কম যেমন- ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪৭, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮৯, বিনা ধান৮, বিনা ধান১০, ব্রি হাইব্রিড ধান৩, ৫ ইত্যাদির বীজ বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত।

ভুট্টাঃ ভুট্টা চাষ করতে চাইলে এ সময় যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে এবং জমি তৈরি করে বীজ বপন করতে হবে। ভুট্টার উন্নত জাতগুলো হলো বারি ভুট্টা-৬, বারি ভুট্টা-৭, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-২, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৩, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৪ কিংবা প্রতিষ্ঠিত বীজ কোম্পানীর হাইব্রিড জাত এসব।

আখঃ এখন আখের চারা রোপনের উপযুক্ত সময়। ভালভাবে জমি তৈরী করে আখের চারা রোপন করা উচিত। আখ রোপনের জন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব ৯০ সে.মি থেকে ১২০ সে.মি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৬০ সে.মি। এভাবে চারা রোপন করলে বিঘাপ্রতি ২২০০-২৫০০ চারার প্রয়োজন হয়।

সরিষা ও অন্যান্য তেল ফসলঃ এলাকা উপযোগী ভালো জাত এর বীজ সংগ্রহ করার সময় এখনই। সরিষার প্রচলিত জাতগুলোর মধ্যে বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫,বারি সরিষা-১৭, বিনা সরিষা৪, বিনা সরিষা৯, বিনা সরিষা-১০ উল্লেখযোগ্য। জাতভেদে সামান্য তারতম্য হলেও বিঘাপ্রতি গড়ে ১ থেকে ১.৫ কেজি সরিষার বীজ প্রয়োজন হয়। বিঘা প্রতি ৩৩-৩৭ কেজি ইউরিয়া, ২২-২৪ কেজি টিএসপি, ১১-১৩ কেজি এমওপি, ২০-২৪ কেজি জিপসার ও ১ কেজি দস্তা সারের প্রয়োজন হয়। সরিষা ছাড়াও অন্যান্য তেল ফসল যেমন- তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী এ সময় চাষ করা যায়।

আলু ঃ আলুর জন্য জমি তৈরি ও বীজ বপনের উপযুক্ত সময় এখনই। হালকা প্রকৃতির মাটি অর্থাৎ বেলে দো-আঁশ মাটি আলু চাষের জন্য বেশ উপযোগী। ভাল ফলনের জন্য বীজ আলু হিসেবে যে জাতগুলো উপযুক্ত তাহলো ডায়মন্ড, মুল্টা, কার্ডিনাল, প্যাট্রোনিজ, হীরা, মরিণ, অরিগো, আইলশা, ক্লিওপেট্রা, গ্রানোলা, বিনেলা, কুফরীসুন্দরী এসব। প্রতি বিঘা জমি আবাদ করতে ৬০০-৮০০ কেজি বীজ আলুর দরকার হয়। এক বিঘা জমিতে আলু আবদ করতে ১৩০ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি, ১০০ কেজি এমওপি, ৬০ কেজি জিপসাম.এবং ৬ কেজি দস্তা সার প্রয়োজন হয়। তবে এ সারের পরিমান জমির অবস্থাভেদে কম-বেশি হতে পারে। তাছাড়া বিঘাপ্রতি ৪-৫ টন জৈব সার ব্যবহার করলে ফলন অনেক বেশি পাওয়া যায়। আলু উৎপাদনে আগাছা পরিস্কার, সেচ, সারের উপরি প্রয়োগ, মাটি অলগাকরণ বা কেলিতে মাটি তুলে দেয়া, বালাই দমন, মালচিং করা আবশ্যকীয় কাজ। পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মালচিং দিয়ে আলু আবাদ করা যায়।

মিষ্টি আলু ঃ নদীর ধারে পলি মাটিযুক্ত জমি এবং বেলে দো-আঁশ প্রকুতির মাটিতে মিষ্টি আলু ভাল ফলন দেয়। তৃপ্তি, কমলা সুন্দরী, দৌলতপুরী, বারি মিষ্টি আলু-৪, বারি মিষ্টি আলু-৫, বারি মিষ্টি আলু-৬, বারি মিষ্টি আলু-৭, বারি মিষ্টি আলু-৮, বারি মিষ্টি আলু-৯, বারি মিষ্টি আলু-১০, বারি মিষ্টি আলু-১১, বারি মিষ্টি আলু-১২ ও বারি মিষ্টি আলু-১৩ আধুনিক মিষ্টি আলুর জাত। প্রতি বিঘা জমির জন্য তিন গিটযুক্ত ২২৫০-২৫০০ খন্ড লতা পর্যাপ্ত। বিঘাপ্রতি ৪-৫টন গোবর/জৈবসার, ১৬ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৬০ কেজি এমওপি সার দিতে হবে।

ডাল ফসল ঃ মুসুর, মাসকলাই, খেসারি, ফেলন, ছোলাসহ অন্যান্য ডাল এসময় চাষ করতে পারেন। এজন্য উপযুক্ত জাত নির্বাচন, সময় মত বীজ বপন, সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ, পরিচর্যা, সেচ, বালাই ব্যবস্থাপনা নিয়মমোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে।

শাক-সবজি ঃ পরিপক্ক সবজি দ্রুত সংগ্রহ করুন। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল-এ ক্ষতিগ্রস্থ জমি থেকে পনি সরে যাওয়ার পর পুনরায় সবজির বীজ বপন এবং চারা রোপন করুন। শীতকালীন শাকসবজি চাষের উপযুক্ত সময় এখন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীজতলায় উন্নতজাতের দেশী-বিদেশী ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, বাটিশাক, টমাটো, বেগুন এসবের চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। আর গত মাসে চারা উৎপাদন করে থাকলে এখন মূল জমিতে চারা রোপন করতে পারেন। মাটিতে জোঁ আসার সাথে সাথে শীতকালীন শাকসবজি রোপণ করতে হবে। এ মাসে হঠাৎ বৃষ্টিতে রোপণকৃত শাকসবজির চারা নষ্ট হতে পারে। এ জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। রোপনের পর আগাছা পরিস্কার, সার প্রয়োগ, সেচ নিকাশসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে। তাছাড়া লালশাক, মূলাশাক, গাজর, মটরসুটির বীজ এ সময় বপন করতে পারেন।

অন্যান্য ফসল ঃ অন্যান্য ফসলের মধ্যে এ সময় পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, ধনিয়া এসবের চাষ করা যায়। সাথী বা মিশ্র ফসল হিসেবেও এসবের চাষ করে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

কৃষিবিদ মোঃ মনিরুল ইসলাম
জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,ঝালকাঠি